রামসার
জলাভূমি সনদ

রামসার জলাভূমি সনদ

রামসার জলাভূমি সনদ

সম্পাদক
সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম

অনুবাদ
মোঃ রেজাউল ইসলাম
মোঃ আতিকুর রহমান টিপু

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ জামাল হোসেন হাওলাদার

প্রকাশকাল
২০ শে এপ্রিল ২০১০

মুদ্রণ
ভেক্টর গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং, ঢাকা

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
কোষ্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ
বাড়ী নং ৫৩/১ও ৫৩/২, পশ্চিম আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা–১২০৭

মূল্য : ৪০ টাকা

সম্পাদকের কথা

পৃথিবীর মোট আয়তনের ৭০ থেকে ৯০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ জলাভূমি। এর মধ্যে শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে রয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার জলাভূমি যার বিপুল মৎস্য ভান্ডার এতদ অঞ্চলের প্রায় ২ কোটি মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করে। বাংলাদেশে মোট জলাভুমির পরিমাণ ৭০-৮০ হাজার বর্গকিলোমিটার যার মধ্যে উপকূলীয় জলাভূমির পরিমাণ ১৮-২০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। জলাভূমির এই উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানই বলে দেয় যে, বাংলাদেশ তথা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের সম্পদ এই জলাভূমির গুরুত্ব অপরীসীম। যে কারণে জলাভূমির ও এর বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পদের সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ ব্যবহারের ব্যাপারে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও লক্ষ লক্ষ প্রকৃতিপ্রেমী পরিবেশবাদী সচেতন জনসমাজ সে লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

জলাভূমির সংরক্ষণ ও বিচক্ষণ ব্যবহারের উপর বেসরকারি উদ্যোগে ১৯৬০ সাল থেকে বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয় এবং প্রায় দশ বছর পর্যন্ত জলাভূমির উপর বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত থাকে। অবশেষে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ইরানের 'রামসার' শহরে এই দীর্ঘ আলোচনা সফল হয়। অর্থাৎ বিশ্ববাসী জলাভূমি বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সনদ (Convention on Wetlands, Ramsar, Iran, 1971) অর্জন করে। পরিবেশবাদীদের নানামূখী তৎপরতায় ১৯৭৫ সাল থেকে এই সনদ বাস্তবায়নকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ জলাভূমি বিষয়ক এই সনদ বাস্তবায়নে সম্মত হয়ে অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশকে উক্ত সনদের সাথে সম্পৃক্ত করেন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৬৩ টি দেশ।

বাংলাদেশ সরকার উক্ত সনদে ১৯৯২ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর অনুস্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে চুক্তিবদ্ধপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধুমাত্র বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবন' ও জীব-বৈচিত্র্যপূর্ণখ্যাত 'টাঙ্গুয়ার হাওর' এই ২টি গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি অঞ্চলকে রামসারের তালিকাভূক্ত করেছে যার মোট আয়তন ৬ হাজার ১ শত ১২ বর্গকিলোমিটার এলাকা। অনুস্বাক্ষরের পর থেকে রামসার সনদ বাংলাদেশের জন্য একটি বহুমাত্রিক পরিবেশ বিষয়ক সনদ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সনদের বার্তাসমূহ ও এর শিক্ষা সহজবোধ্যভাবে সাধারণ মানুষ তথা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছে দেবার প্রয়াসে কোষ্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) সুইটজারল্যান্ডভিত্তিক 'রামসার কনভেনশন সেক্রেটারীয়েট' এর সাথে 'সামাজিক

আন্দোলনের মাধ্যমে জলাভূমির সংরক্ষণ এবং বিচক্ষণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ' (People acting through social mobilization for the conservation and wise use of the wetlands in the southwest coast of Bangladesh) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রকল্পটির অনেকগুলো কাজের মধ্যে রামসার সনদের বার্তাসমূহ সাধারণ মানুষের নিকট পৌছে দেবার কাজটি ছিল অন্যতম। সনদটির বাংলা অনুবাদ সংস্করণ উক্ত কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আরো একধাপ অত্রিক্রম করলো। আশাকরি, এটি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রমসহ সকল সচেতন নাগরিক, পরিবেশবাদী ব্যক্তিত্ব, গবেষক, লেখক প্রভৃতিগণের উপকারে আসবে এবং প্রকল্পের একটি বড় উদ্দেশ্য সাধন হবে।

পরিশেষে, 'রামসার কনভেনশন সেক্রেটারীয়েট' এর মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পটির যাবতীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাপান সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে উক্ত প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধানদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা সিডিপি'র সাথে এই বন্ধুর পথ পাড়ি দেবার জন্য সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কারণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম বিনা কাজগুলো সঠিকসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিলনা।

শুভেচ্ছান্তে,

সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম
নির্বাহী পরিচালক, সিডিপি

১৯৮২ এবং ১৯৮৭ এর সংশোধনীসহ জলাভূমি বিষয়ক সনদ বিশেষত জলচর পাখিদের বিচরন ভূমি হিসাবে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমি এর সনদ।

রামসার, ইরান, ২.২.১৯৭১
৩.১২.১৯৮২ প্রটোকল এর মাধ্যমে সংশোধিত
এবং ২৮.৫.১৯৮৭ সংশোধনীসমূহ

প্যারিস, ১৩ জুলাই ১৯৯৪
পরিচালক, আন্তর্জাতিক মানদন্ড এবং আইন সংক্রান্ত কার্যালয়
জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো)

চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ

মানুষ ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরতাকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া;

পানি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে প্রতিবেশের মৌলিক ভূমিকাকে নিয়ামক বিবেচনায় রাখিয়া এবং যাহাতে আবাসভূমি বৈশিষ্ট্যময় উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বিশেষ করে জলচর পাখিদের সহায়ক হয়;

জলাভূমি সমূহ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিনোদনমূলক সম্পদ, যাহার ক্ষতি অপূরনীয়, এই বিশ্বাস রাখিয়া;

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে জলাভূমির ক্রমবর্ধমান দখল ও সংকোচন প্রতিহত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়া;

জলচর পাখিদের মৌসুমী অভিগমন যে কোন রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে বিধায় একে আন্তর্জাতিক সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া;

সুদূরপ্রসারী জাতীয় নীতিমালার সাথে সমন্বিত আন্তর্জাতিক কার্য্যাবলীর দ্বারা জলাভূমি এবং তার উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সংরক্ষণ করা সম্ভব এইরুপ আস্থা রাখিয়া;

নিম্নরুপ ঐক্যমত পোষন করে:

অনুচ্ছেদ ১

১. এই সনদে, জলাভূমি বলতে সেই সকল এলাকাকে বোঝানো হয়েছে যা জলমগ্ন তৃণভূমি, নিচু এলাকা, পিটল্যান্ড অথবা জলাধার, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, স্থায়ী বা অস্থায়ী, প্রবহমান অথবা স্থির, স্বাদু বা লবনাক্ত, সামুদ্রিক জলমগ্ন এলাকাসমূহ যেখানে ভাটার সময় পানির উচ্চতা ৬ মিটার অতিক্রম করেনা।

২. এই সনদে জলচর পাখি বলতে সেই সকল পাখিদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা প্রতিবেশগতভাবে জলাভূমির উপর নির্ভরশীল।

অনুচ্ছেদ ২

১. প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ পক্ষ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন জলাভূমির তালিকায় (যাহা এই সনদে "তালিকা" হিসাবে বিবেচিত হবে) অন্তর্ভূক্তির জন্য তার নিজ সীমানায় উপযুক্ত জলাশয় চিহ্নিত করিবে, যাহা অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীনে গঠিত ব্যুরো কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে। প্রতিটি জলাভূমির সীমানা সঠিকভাবে বিবৃত এবং ম্যাপে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং জলাভূমি সংলগ্ন নদীতীরস্থ ও উপকূলীয় অঞ্চল, দ্বীপ এবং সামুদ্রিক জলাশয় যাহার পানির উচ্চতা ভাটার সময়ে ৬ মিটারের অধিক হয় এসকল এলাকাকে অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে, বিশেষ করিয়া যদি তা জলচর পাখিদের আবাসভূমি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়।

২. প্রতিবেশ, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রানীবিজ্ঞান, লিমনোলজি এবং হাইড্রোলজিক দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমিকে তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য বেছে নিতে হবে। যে কোন মৌসুমে জলচর পাখিদের জন্য আন্তজার্তিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমিকেই প্রথমে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

৩. তালিকায় অন্তর্ভূক্তির ফলে নিজ সীমানায় অবস্থিত জলাভূমির উপর চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সার্বভৌম অধিকার ক্ষুন্ন হইবে না ।

৪. অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী এই সনদে স্বাক্ষর অথবা অনুসমর্থন বা সংযোজনের দলিল জমাদানের সময় প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ পক্ষ ন্যূনতম একটি জলাভূমি "তালিকায়" অন্ত র্ভূক্তির জন্য মনোনীত করিবে ।

৫. যে কোন চুক্তিবদ্ধ পক্ষের তার সীমানাভূক্ত আরো জলাভূমি তালিকাতে সংযোজন, তালিকাতে ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত কোন জলাভূমির সীমানা বর্ধন অথবা জরুরী

জাতীয় স্বার্থে তালিকাতে ঐ পক্ষ কর্তৃক অন্তর্ভূক্ত কোন জলাভূমি তালিকা হইতে বাদ দেয়া বা সীমানা সংকুচিত করার অধিকার রয়েছে এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্নিত চলমান ব্যুরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা সরকারকে এই বিষয়ে অবহিত করিবে।

৬. প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ পক্ষ অভিগামী জলচর পাখিদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিচক্ষণ ব্যবহারের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বিবেচনায় রাখিয়া স্বীয় এলাকায় অবস্থিত জলাভূমি তালিকায় অন্তর্ভূক্তি এবং যে কোন পরিবর্তন করিবে ।

অনুচ্ছেদ ৩

১. নিজ সীমানায় অবস্থিত তালিকাভূক্ত জলাভূমি সংরক্ষন এবং যতদূরসম্ভব বিচক্ষণ ব্যবহার প্রসারে পক্ষসমূহ পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন করিবে ।

২. প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ পক্ষ এইরুপ ব্যবস্থা গ্রহন করিবে যে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, দূষন অথবা অন্যপ্রকার মনুষ্য হস্তক্ষেপের কারণে নিজ সীমানায় অবস্থিত তালিকাভূক্ত জলাভূমির প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে অথবা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই বিষয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অবহিত হইবে। এই ধরণের পরিবর্তনের তথ্য অনতিবিলম্বে অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্নিত চলমান ব্যুরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা সরকারকে অবহিত করিবে।

অনুচ্ছেদ ৪

১. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ জলাভূমির প্রকৃতিকে সংরক্ষন করিয়া জলাভূমি ও জলচর পাখি সংরক্ষণের প্রসার করিবে তাহা তালিকাভূক্ত হউক বা না হউক এবং জলাভূমির তত্ত্বাবধানের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

২. চুক্তিবদ্ধ পক্ষ তাহার জরুরী জাতীয় স্বার্থে তালিকাভূক্ত জলাভূমি বাতিল অথবা সীমিত করিলে তাহার ফলে জলাভূমির সম্পদের কোন ক্ষতি হইলে যথাবিহিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে এবং বিশেষ করে জলচর পাখির জন্য ঐ স্থানে অথবা অন্যস্থানে অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সংরক্ষিত এলাকা তৈরী করিবে যাহা মূল আবাসভূমির একটি পর্যাপ্ত অংশ হইবে।

৩. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ জলাভূমি এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রানীকূল সম্পর্কিত গবেষণা এবং উপাত্ত ও প্রকাশনার পারস্পরিক আদান প্রদানে উৎসাহ প্রদান করিবে ।

৪. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাযথ জলাভূমিতে জলচর পাখিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাইবে।

৫. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ জলাভূমি সম্পর্কিত গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত সক্ষম কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটাইবে ।

অনুচ্ছেদ ৫

১. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ সমঝোতা স্মারকের ফলে উদ্ভুত আইনগত বাধা সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা করিবে, বিশেষত: সেই সকল জলাভূমির ক্ষেত্রে যাহার সীমানা একাধিক চুক্তিবদ্ধ পক্ষের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে পড়ে অথবা চুক্তি বদ্ধ পক্ষসমূহ একই পানি ব্যবস্থার অংশীদার হয়। একইসাথে তারা জলাভূমি এবং তার উদ্ভিদ ও প্রানীকূল এর সংরক্ষণে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নীতি সমন্বয় এবং সহায়তা প্রদানে যত্নশীল হইবে।

অনুচ্ছেদ ৬

১. এই সনদের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহদের মধ্যে একটি সম্মেলন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে । অনুচ্ছেদ ৮ ধারা ১ এ উল্লেখিত ব্যুরো অনধিক ৩ বৎসর সময়কালে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের সাধারণ সভা আহবান করিবে, যদি না সম্মেলনে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং চুক্তি বদ্ধ পক্ষসমূহের কমপক্ষে একতৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধে বিশেষ সভা আহবান করিবে। চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের প্রতিটি সাধারণ সম্মেলন পরবর্তী সাধারণ সম্মেলনের সময় এবং স্থান নির্ধারণ করিবে।

২. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের সম্মেলনে

ক) এই সনদের বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা;

খ) অন্তভূক্তি এবং পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা;

গ) অনুচ্ছেদ ৩ এর ২ ধারা মোতাবেক তালিকায় সন্নিবেশিত জলাভূমির প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য বিবেচনা;

ঘ) জলাভূমি ও তাহার উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সংরক্ষন, ব্যবস্থাপনা এবং বিচক্ষণ ব্যবহার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের সাধারণ ও নির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করিতে;

ঙ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে জলাভূমির ক্ষতিসাধন করে এরূপ আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যান প্রনয়ণ করতে অনুরোধ করিতে পারিবে;

চ) এই সনদের প্রসার এবং কার্যকরী করার লক্ষ্যে অন্য কোন সুপারিশ অথবা অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবে।

৩. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ নিশ্চিত করিবে সকল পর্যায়ে জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্তদিগকে জলাভূমির ও তার উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিচক্ষন ব্যবহার সম্পর্কিত সম্মেলনের সুপারিশমালা সম্পর্কে অবহিত থাকিবে এবং সে সকল বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে।

৪. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের প্রতিটি সম্মেলনে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবে।

৫. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের সম্মেলনে এই সনদের আর্থিক নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবে এবং তার পর্যালোচনা করিবে । প্রতিটি সাধারণ সভায় উপস্থিত চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের দুই তৃতীয়াংশের ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে পরবর্তী আর্থিক সময়কালের জন্য বাজেট অনুমোদন করিবে ।

৬. প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ পক্ষ বাজেটে তার জন্য নির্ধারিত সহায়তা প্রদান করিবে, যা সাধারণ সভায় উপস্থিত চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে এ গৃহীত হইয়াছে।

অনুচ্ছেদ ৭

১. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের প্রতিনিধিরা এ ধরণের সম্মেলনে সেই সকল ব্যক্তিবর্গকে অন্ত র্ভুক্ত করিবে যারা বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক অথবা অন্যান্য সক্ষমতার কারনে জলাভূমি এবং জলচর পাখি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ।

২. এই সনদে অন্যভাবে বিবৃত না হইলে সম্মেলনে কোন সুপারিশ, সংশোধনী ও সিদ্ধান্ত উপস্থিত পক্ষসমূহের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে গৃহীত হইবে যাতে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি চুক্তিবদ্ধপক্ষের একটি ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ৮

১. যতদিন না অন্য কোন সংস্থা অথবা সরকার দুই তৃতীয়াংশ চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ভোটে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে ততদিন পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ণ ফর কনজারভেশন অফ

নেচার এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস এই কনভেনশনের অধীনে চলমান ব্যুরোর দায়িত্ব পালন করিবে ।

২. চলমান ব্যুরোর দায়িত্ব হইবে, অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে;

ক) অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্নিত সম্মেলন আহবান এবং সংগঠিত করা;

খ) অনুচ্ছেদ ২ এর ধারা ৫ মোতাবেক আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন জলাভূমির তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ এবং যে কোন তালিকায় সন্নিবেশিত জলাভূমির সংযোজন, বর্দ্ধিত করণ, বিয়োজন অথবা সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ হইতে অবগত হইবে;

গ) অনুচ্ছেদ ৩ এর ধারা ২ মোতাবেক তালিকায় সন্নিবেশিত জলাভূমির প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ হইতে অবগত হইবে;

ঘ) তালিকায় যে কোন ধরণের পরিবর্তন অথবা তালিকায় অন্তর্ভূক্ত জলাভূমির বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন সকল চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহকে ঘোষনা পত্রের মাধ্যমে অবহিত করিবে এবং এই বিষয়ে পরবর্তী সম্মেলনে আলোচনার জন্য উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঙ) তালিকায় যে কোন ধরণের পরিবর্তন অথবা তালিকায় অন্তর্ভূক্ত জলাভূমির বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন বিষয়ে সম্মেলনের সুপারিশ সমূহ সকল চুক্তিবদ্ধ পক্ষকে অবহিত করিবে।

অনুচ্ছেদ ৯

১. এই সনদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্বাক্ষরের নিমিত্তে উন্মুক্ত থাকিবে।

২. জাতিসংঙ্ঘ অথবা তার যে কোন বিশেষায়িত শাখা অথবা আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা অথবা আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতের বিধিবদ্ধ পক্ষ নিম্নোক্তভাবে এই সনদের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে:

অনুসমর্থক হিসাবে বিনা আপত্তিতে স্বাক্ষর;
স্বদেশে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে অনুসমর্থণ মূলক স্বাক্ষর;
সংযোজন।

৩. অনুসমর্থন অথবা সংযোজনের দলিল জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার মহাপরিচালকের নিকট জমাদানের মাধ্যমে অনুসমর্থন অথবা

সংযোজন কার্যকর হইবে। (এই দলিল মোতাবেক যাহা ডিপোজিটারি বা "ভান্ডার" হিসাবে বিবেচিত হইবে।)

অনুচ্ছেদ ১০

১. অনুচ্ছেদ ৯ এর ধারা ২ মোতাবেক ৭টি রাস্ট্র এই সনদের পক্ষ হওয়ার চার মাসের মধ্যে সনদটি বলবত হইবে।

২. পরবর্তীতে প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ক্ষেত্রে বিনা আপত্তিতে স্বাক্ষর অথবা অনুসমর্থনের বা সংযোজনের দলিল জমাদানের ৪ মাস পর এই সনদ কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ১০ (বি আই এস)

১. এই অনুচ্ছেদ মোতাবেক, সংশোধনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সভায় এই সনদ সংশোধন করা যাইবে।

২. যে কোন চুক্তিবদ্ধ পক্ষ সংশোধনের প্রস্তাবনা আনিতে পারিবে।

৩. যে কোন প্রস্তাবিত সংশোধনের মূল অংশ এবং তার কারন সমূহ ব্যুরোর দায়িত্ব পালনকারী সংস্থা বা সরকারের কাছে প্রদান করিতে (এই চুক্তি মোতাবেক যাহা ব্যুরো হিসাবে বিবেচিত) এবং ব্যুরো প্রথমত চুক্তিবদ্ধ সকল পক্ষকে তা অবহিত করিবে। প্রস্তাবনার আলোকে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ প্রদত্ত মতামত ব্যুরো কর্তৃক যেগাযোগের তিন মাসের মধ্যে ব্যুরো বরাবর দাখিল করিবে। ব্যুরো নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত মতামতসমূহ সকল চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণের জ্ঞাতার্থে প্রেরন করিবে।

৪. চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণের একতৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ব্যুরো সংশোধনের নিমিত্তে পক্ষসমূহের সভা আহবান করিবে। চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণের মতামতের ভিত্তিতে ব্যুরো সভার দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবে।

৫. উপস্থিত পক্ষসমূহের দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে কোন সংশোধনী গৃহীত হইবে।

৬. দুই তৃতীয়াংশ পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার দলিল ভান্ডারে জমা হওয়ার দিন হতে চতুর্থ মাসের প্রথম দিন হইতে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের জন্য কার্যকর হইবে। যে

সকল চুক্তিবদ্ধ পক্ষ দুই তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থন কারী দলিল জমা দেয়ার পরে সম্মতিমূলক দলিল জমা দিবে তাদের জন্য জমা দেয়ার পর হইতে চতুর্থ মাসের ১ম দিন হতে ঐ সংশোধনী কার্যকর হইবে।

অনুচ্ছেদ ১১

১. এই সনদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্যকর থাকিবে।

২. ভান্ডারের নিকটে লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পাঁচ বৎসর পর যে কোন পক্ষ এই সনদ হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করিতে পারিবে। ভান্ডার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি গৃহীত হওয়ার ৪ মাস পর এই প্রত্যাহার কার্যকর হইবে।

অনুচ্ছেদ ১২

১. ভান্ডার সনদে স্বাক্ষরকারী এবং সমর্থনদানকারী সকল সদস্য রাষ্ট্রকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অবগত করিবে:

সনদে স্বাক্ষর বিষয়ে;

ক) এই সনদে সমর্থন প্রদানকারী দলিলাদি দাখিল বিষয়ে;
খ) সংযোজন বিষয়ক দলিলাদি;
গ) কার্যকর হওয়ার দিন তারিখ; এবং
ঘ) সমর্থন প্রত্যাহার বিষয় ।

২. এই সনদ কার্যকরী হওয়ার পর ভান্ডার জাতিসংঘ চার্টারের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘ সচিবালয়ে নিবন্ধন করিবে।

‘সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জলাভূমির সংরণ এবং বিচণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ’ প্রকল্প
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: কোষ্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, বাড়ী নং ৫৩/১ও ৫৩/২, পশ্চিম আগারগাঁও শেরেবাংলানগর, ঢাকা ১২০৭